কদলী-স্তম্ভের মত। * * *
এই ক্ষীণ করে অভাগার!
করিয়াছে পরিহার চিরাভ্যস্ত মুক্তাহার
সেই উরু, রোষে বিধাতার!
সেই বাম-উরুদেশ নাহি ধরে * *
* * আর!

(৩৬)

হে মেঘ! প্রেয়সী মোর গভীর নিদ্রায় ঘোর
মগ্ন যদি থাকে সেই নিশি,
'না গর্জ্জি' ভীষণরবে তাহার সমীপে র'বে
অপেক্ষায় প্রহরেক বসি'।
নিশ্চয় স্বপনঘোরে প্রমদা দেখেছে মোরে।
তোমার গর্জ্জনে, নবঘন!
যেন কণ্ঠ হ'তে মোর তা'র সেই বাহুডোর
ভ্রষ্ট নাহি হয় হে তখন।

(৩৭)

পরশি' তোমার জল সমীরণ সুশীতল
বহি' ধীরি করি' প্রবোধিত
জাগা'বে সে ললনায়; জাগিবে সে সাথে, হায়,
মালতীকোরক সুবাসিত!

উরসে দামিনীধন লুকাইয়া সেইক্ষণ
ধীরভাবে করিয়া গর্জ্জন,
তবাশ্রিত সে গবাক্ষে মালিনী নির্মেষ চক্ষে
নিরখিলে, বলিবে তখন।—

(৩৮)

"অয়ি অবিধবে ধনি! তোমার মাথার মণি
দয়িতের আমি প্রিয়সখা।
নাম মোর জলধর; লয়ে বার্ত্তা মনোহর
আসিয়াছি তোমা' দিতে দেখা।
প্রিয়ার মাথার বেণী খুলিতে, পথিকশ্রেণী
প্রবাস হইতে ফিরে ঘরে! *
সেই শ্রান্ত পান্থগণে ধীরস্নিগ্ধ গরজনে
ত্বরান্বিত করি পথোপরে।"

(৩৯)

বলিলে এরূপ বাণী,— তোমায় হৃদয়রাণী
উচ্ছ্বসিতে হৃদয়ে তখন

---

* প্রাচীনকালে স্বামী প্রবাস যাত্রা করিলে স্ত্রী কেশবিন্যাস না করিয়া রুক্ষ একবেণী ধারণ করিত। স্বামী বর্ষাগমে স্বদেশে ফিরিয়া স্বহস্তে ঐ একবেণী খুলিয়া দিলে তবে স্ত্রী পুনর্ব্বার কেশবিন্যাস করিত।

দেখিবে তোমার পানে; সীতা যথা ত্রস্তপ্রাণে
দেখেছিল পবননন্দন।
একমনে, জলধর! প্রিয়তমা তারপর
শুনিবে হে তোমার বচন।
হে সাধু! বিরহ-আর্ত্তা নারী কাছে, স্বামীবার্ত্তা
হয় স্বামীমিলন মতন।

(৪০)

আয়ুষ্মন্! নবঘন! প্রার্থনা কারণে মম,
সফলিতে তোমার জীবন,
বলিও এরূপ কথা,— "ধনি লো দয়িতরতা!
তোমার সে পতি প্রিয়তম,
সেই তব সহচর, সেই তব প্রাণেশ্বর,
হারাইয়া তোমা' ধনে আজ
রামগিরি-শিরোপরি রহেছে, রচনা করি'
আশ্রম-কুটীর বনমাঝ!
কোন' রূপে ধরি প্রাণ, (দেহ জীর্ণ শীর্ণ ম্লান)
সুধায়েছে কুশল তোমার।"
যাহার নরম মন, এই মত সম্ভাষণ
প্রথমেই, সহ্য হ'বে তা'র।

(৪১)

"কান্ত তব শোকাতুর, বাস করে অতিদূর
সেই রামগিরির আশ্রমে।
কাছে আসে তা'র সাধ, বিধাতা সেধেছে বাদ,
বল, আর আসিবে কেমনে?
সে তা'র বিরহক্ষীণ অশ্রুমাখা নিশিদিন
উৎকণ্ঠিত মদনকাতর
দীর্ঘশ্বাস-ত্যাগকারী তনুদ্বারা, মরি মরি,
কল্পনার প্রভাবে সুন্দর
তোমার ঐ দীনহীন মদনসন্তপ্ত ক্ষীণ
অশ্রুবারিসিক্ত যাতনায়
উৎকণ্ঠিত নিরন্তর উষ্ণোচ্ছ্বাসে সকাতর
দেহে চেষ্টে প্রবেশিতে, হায়!"

(৪২)

"বালা! তব প্রিয়তম তবপার্শ্বে অনুক্ষণ
বসি' তব স্বজনীমণ্ডলে
যে কথা বলিত প্রিয়, কথা নহে গোপনীয়
তবু তাহা লুকা'বার ছলে
তব মুখস্পর্শ আশে বলিত মৃদুলভাষে!
এবে তব সেই সহচর

তোমার শ্রবণ হ'তে, তোমার দর্শন হ'তে
নিবসিছে দূরে নিরন্তর।
শুন', ওলো যক্ষপ্রিয়া! আমার অধর দিয়া
নিম্নবাক্য করিয়া রচন
সেই তব প্রাণপতি বলে যাহা, গুণবতি।
সেই কথা করহ শ্রবণ।—"

(৪৩)

"'প্রিয়ে! তব মনলোভা নিরখিয়া দেহ আভা
প্রিয়ঙ্গুলতায় পড়ে মনে!
নয়নসাদৃশ্য তব আছে কিবা অভিনব
হরিণীর চকিত নয়নে!
চন্দ্রে তব মুখাভাস; শিখীপুচ্ছে পরকাশ
হয় তোর কেশের তুলন!
মৃদু মৃদু নদীজলে যখন তরঙ্গ চলে,
শোভা তা'র করিলে দর্শন
মনে হয় পরকাশ তোমার ঐ ভ্রূবিলাস!
কিন্তু, ওলো মানিনি আমার!
একাধারে এ ধরায় কোথাও দেখিনি, হায়!
ও রূপের সাদৃশ্য তোমার!' "



শ্রীনিতাইচাঁদ শীল কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

চুঁচুড়া,—শীলগলি।

কলিকাতা,—১০৩।১ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীরাজনারায়ণ লাহা কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩১৭ সাল।

All Rights Reserved.

মূল্য ॥০ আনা।

(৪৪)

" 'তোমার, হৃদয়রাণি! মানময়ী মূর্ত্তিখানি
ধাতুরাগে আঁকি শিলাতলে!
আঁকা হ'লে, যেই আমি আমার এ দেহখানি
আঁকিব ও চরণের তলে,
অমনি নয়নধারা আবরিবে আঁখিতারা ;
দৃষ্টিপথ রোধিবে আমার!
ক্রুর প্রাণ বিধাতার ;— মিলিব যে একবার
চিত্রে, তাহা স'বে না তাঁহার!' "

(৪৫)

" 'হায়, লো প্রেয়সি মোর! নিদ্রায় স্বপনে ঘোর
পাশে তোরে দেখিয়া শয়ান,
গাঢ় আলিঙ্গন আশে বাঁধিতে এ ভুজপাশে
তোর ওই কম দেহখান,
শূন্যে প্রসারিলে কর, দুঃখে মোর সকাতর,
মরি, বনদেবতানিকর
মুক্তাস্থূল অশ্রুধার ফেলিয়াছে বহুবার
বনতরুপল্লব উপর।' "

(৪৬)

" 'ভাঙ্গি' দেবদারুশাখা তাহার নির্য্যাসমাখা
সুরভিত হিমাদ্রি-সমীর

Printed by K. B. Dutt, at the
HINDU DHARMA PRESS.
124 UPPER CHITPORE ROAD.
CALCUTTA.

যখন ছুটিয়া আসে ত্যজি' গিরি দক্ষিণাশে,
দেখি' সেই সমীরণে ধীর,
ওলো সতি! গুণবতি! আমি অতি মূঢ়মতি!
ভাবি বুঝি সেই সমীরণ
পরশি' তোমার গাত্র আসিতেছে এইমাত্র!
ত্রাস্তে তারে করি আলিঙ্গন!' "

(৪৭)

" 'আমার ভাবনা যত, একটী মুহূর্ত্ত মত
কাটে কিসে নিশি দীর্ঘযামী;
কিসে সর্ব্বঅবস্থায় দিবার সন্তাপ যায়!
এ সব চিন্তায় রত আমি।
এ আশা মিটেনা, সতি! এ আশায় গুণবতি!
ব্যাকুলিত সদা মোর মন!
চঞ্চলনয়নি মোর! বিয়োগ-ব্যথায় ঘোর
নিরুপায় হয়েছি এখন।' "

(৪৮)

" 'বহুচিন্তা, লো কল্যাণি! করিয়া এখন আমি
ধৈর্য্যভাব করেছি ধারণ।
তুমিও এ দুঃখে, সতি! হ'য়োনা কাতর অতি;
এ মিনতি শুন' লো এখন!

ভূমিকা।

সংস্কৃত ভাষায় আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। এই কাব্যানুবাদে, পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ গোস্বামী মহাশয়ের কৃত বি-এ পাঠ্য "মেঘদূতের" টীকা ও বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ আমায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। সংস্কৃত কাব্য, বিশেষতঃ মহাকবি কালিদাসের রচনা, ভিন্ন ভাষায় পদ্যানুবাদ করা যে সহজসাধ্য নহে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আমি যথাসাধ্য মূলের সহিত ভাব ঠিক রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণই বলিতে পারেন।

কালিদাসের শ্রেষ্ঠকাব্য "মেঘদূতের" পদ্যানুবাদে যে পরিমাণে কবিত্ব ও রচনা-শক্তি আবশ্যক, মৎসদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিতে তাহা কদাপি সম্ভবপর নহে। তবে এই যৎকিঞ্চিৎ যাহা রচনা করিয়াছি, তাহা শুধু মহাকবির মহিমা প্রসাদে। এখন আমার এই অকিঞ্চিৎকর "মেঘদূত" সকলের মনোরঞ্জনে সক্ষম হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এইস্থলে প্রকাশ আবশ্যক যে, আমার জনৈক বন্ধু এই পুস্তকের স্থানে স্থানে ভ্রম সংশোধন করিয়া আমায় কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ইতি—

চুঁচুড়া,
২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ সাল।

বিনীত,
শ্রীনিতাইচাঁদ শীল।

কাহারো একান্ত সুখ, কাহারো একান্ত দুঃখ
এ ধরায় হয় উপস্থিত।
দশা ঘুরে চক্রাকার, নামে নীচে উঠে আর;
ইহা, প্রিয়ে! বিধির বিহিত।' ”

(৪৯)

“ 'ওলো প্রিয়া বিম্বাধরি! শার্ঙ্গপাণি দেব হরি
পরিহরি অনন্তশয়ন
মেলিবে নয়ন যবে, শেষ হ'বে মোর তবে
এ দারুণ শাপ নিরমম!
চারিমাস আছে আর নিমীলিয়া আঁখিতার
কোনরূপে করহ যাপন।
তারপর, এই ঘোর বিরহসময়ে মোর
অপূরণ এই প্রাণ মন
করিয়াছে যত আশ, সেই সব অভিলাষ,
সেই সব কল্পনা অপার,
শারদ জ্যোছনা রাতে মিটা'ব তোমার সাথে
তৃপ্ত করি' হৃদয় আমার।' ”

(৫০)

“ ইহাও তোমার পতি বলিয়াছে, শুন' সতি!—
'প্রিয়াকণ্ঠ করি' আলিঙ্গন

ঘুমঘোরে শয্যা'পরে ছিলাম শুইয়া ঘরে,
অকস্মাৎ চীৎকারি' তখন
কাঁদিয়া উঠিলে তুমি। ত্বরিৎ জাগিনু আমি।
শুধা'লাম ক্রন্দন কারণ।
রহিলে রোদনরতা; কহিলে না কোন কথা।
বারবার শুধানু যখন,
হাসিয়া বলিলে,—'ধূর্ত্ত! সুচতুর! এ মুহূর্ত্ত
আমি আজ তোমায় স্বপনে
কোন এক নারী সাথে দেখিয়াছি এই রাতে
প্রেমখেলা খেলিতে দু'জনে!' "

(৫১)

" 'এই চারু অভিজ্ঞান করিলাম তোমা' দান;
ইহাতে জানিও আছি ভাল।
কমলনয়নি ধনি! হয়োনা অবিশ্বাসিনী
লোকবাদহেতু কোনকাল।
যদি বা কোন কারণে জগতের লোকজনে
বলে 'স্নেহ বিচ্ছেদে শুখায়',
জানিও তা' ভোগাভাবে বৃদ্ধি পেয়ে স্বপ্রভাবে
প্রেমরূপে বহে এ ধরায়।' "

উৎসর্গ পত্র।



আমার স্নেহভাজন

অন্তরঙ্গ

বান্ধবগণের করকমলে

আমার

বন্ধুতার নিদর্শন স্বরূপ

এই

ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক খানি

সমাদরে

উৎসর্গীকৃত হইল।

(৫২)

হে সখা! হে জলধর! গুরুশোকে সকাতর
প্রথম বিরহহেতু প্রিয়া;
সেই তব সখী-চিত স্নেহভাবে আশান্বিত
করি হেথা আসিও ফিরিয়া।
হরের ভীষণ ষণ্ড শৃঙ্গে তা'র উগ্রচণ্ড
বিদারিত করেছে কৈলাস;
ত্যজি' সেই হিমালয়ে অভিজ্ঞান বার্ত্তা ল'য়ে
ফিরে পুনঃ এস মোর পাশ।
কুশলসংবাদময় প্রেয়সীর বাক্যচয়
এনে দাও, বাঁচাও জীবন!
আমি অতি শোকাকুল; যেন বাসি কুন্দফুল
প্রভাতের শিথিলবন্ধন!

(৫৩)

এই সুহৃদের কাজ করিবে কি তুমি আজ?
যা'বে, মেঘ! সে অলকাদেশ?
আছ তুমি নিরুত্তর; আমি ভাবি, জলধর!
এ তোমার নহে প্রত্যাদেশ!
আমি মনে ভাবি, আর, বচনে যে অঙ্গীকার
করে, নহে সে জন ধীমান।

চাতক যাচিলে জল দাও তুমি অনর্গল ;
সাধুবাক্য কার্য্যে দৃশ্যমান।

(৫৪)

মেঘ! আমি মূঢ়মতি বন্ধু বলি' ভাব' যদি,
কিম্বা কষ্ট দেখিয়া আমার
কর' যদি দয়াবোধ, রাখিতে এ অনুরোধ,
অযোগ্যও হইলে তোমার,
কর' মোর এই কাজ। বরিষা আগমে আজ,
মোর কাজ সাধি', তারপর
সাজিয়া নবীনবেশে ইচ্ছামত দেশে দেশে
বিচরণ কর', জলধর!
কি বলি তোমায় আর, প্রিয়া ত্যজি' অনিবার
আমি যথা আছি কষ্টে হেথা,
তথা মুহূর্ত্তের তরে তুমি না পাও অন্তরে
চপলার বিরহের ব্যথা।

ইতি উত্তরমেঘ সমাপ্ত।





মেঘদূত

[অনুবাদিত ।]

পূর্ব্বমেঘ ।

[যক্ষরাজ কুবের প্রতিদিন প্রত্যূষে সদ্য-প্রস্ফুটিত পদ্ম দ্বারা দেবদেব মহেশ্বরের পূজা করিতেন। এই পদ্ম-চয়নের ভার তিনি তাঁহার এক অনুচর যক্ষের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। নব-বিবাহিত অনুচর একদিন প্রত্যূষে জাগরিত হইবার অনিচ্ছাবশতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রিকালে পুষ্প-চয়ন কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিয়াছিল। পূজা

করিবার সময় কুবেরের অঙ্গুলিতে এক ভ্রমর পদ্ম-পাপ্‌ড়ির মধ্য হইতে হুল ফুটাইয়া দেয়। তাহাতে সেই পুষ্প সদ্য-প্রস্ফুটিত নয় জানিতে পারিয়া ক্রোধান্ধ কুবের সেই কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলাকারী অনুচরকে একাকী একবর্ষকাল রামগিরিশিখরে * বাস করিতে অভিশাপ দেন। এই ঘটনা হইতে “মেঘদূত” রচিত হইয়াছে।]



* রামগিরি পর্ব্বতকে ভৌগোলিকেরা আধুনিক বুন্দেলখণ্ড প্রদেশস্থিত চিত্রকূট পর্ব্বত বলিয়া অনুমান করেন। কেহ বা বলেন, ইহা নাগপুরের সন্নিকটস্থিত রামগিরি। ইহার আধুনিক নাম “রামটেক্”।

(১)

কুবেরের অভিশাপে কোন যক্ষ অভাজন
সহে রামগিরিশিরে বর্ষব্যাপী নির্ব্বাসন।
প্রিয়ার বিরহশোকে ভেবে প্রাণ জর জর!
প্রেমানলে জ্ব'লে জ্ব'লে কৃশ কম কলেবর!
তটিনী সরসীচয় যে পবিত্র পুণ্যস্থানে
হইয়াছে পুণ্যোদক জানকীর পুণ্যস্নানে,
রচিয়া আশ্রম সেথা স্নিগ্ধতরুছায়াবৃত
ম্লানমুখে যাপে দিন যক্ষ হ'য়ে জীবন্মৃত।

(২)

গিরিশিরে কামুকের কাটিল কয়েক মাস;
সহিয়া বিরহ-ব্যথা দেহভার হ'ল হ্রাস!
প্রকোষ্ঠ হইতে তা'র কনক-বলয়, মরি,
গেছে পড়ি' ভূমিতলে ভূষণবিহীন করি'!
আষাঢ় প্রথম দিনে দেখে গিরি-সানুগায়
নবীন তামস মেঘ মৃদুমন্দ-গতি ধায়,—
আ মরি! দশনাঘাতী বক্ররূপী কৃষ্ণকায়
খনন-ক্রীড়ায় রত বন-মাতঙ্গের প্রায়!

(৩)

যেই মেঘ-দরশনে হয়, মরি, উদ্দীপিত
নরের সম্ভোগস্পৃহা; হয় বিচলিত চিত;

- 5 - 4

আসিয়া সম্মুখে তা'র রোধিয়া শোকাশ্রু যত,
দাঁড়া'তে যক্ষের প্রাণ হ'ল চিন্তাভার-নত ;
মেঘ দরশন করি' মিলনে সুখী যে নর,
তাহারো সরস মনে হয় কত ভাবান্তর ;
বিরহী যে জন, যা'র বহুদূরে প্রিয়জন,
কণ্ঠ-আলিঙ্গন-আশা জাগে প্রাণে অনুক্ষণ,
মন প্রাণ উচাটন হইবে যে সে জনার
মেঘ দেখে, এ কথায় সন্দেহ আছে কি আর ?

(৪)

আসিলে শ্রাবণমাস বাঁচাতে প্রিয়ার প্রাণ
মেঘমুখে করি' নিজ কুশল সংবাদ দান,
সঙ্কল্প করিয়া মনে যক্ষরাজ-অনুচর,
নববিকশিত চারু গিরি-মল্লিকানিকর
সংগ্রহি', প্রদানি' অর্ঘ্য, সেই কৃষ্ণ নবঘনে
আহ্বানিল প্রেমপূর্ণ সুমধুর সম্ভাষণে !

(৫)

ধূম জ্যোতিঃ জল বায়ু মিশ্রণে জনম যা'র,
হেন অচেতন মেঘ,—কভু কি সম্ভব তা'র
সংবাদ বহনে ?—পটু যাহে সচেতন প্রাণী ?
উৎকণ্ঠায় সেই যক্ষ এ বৃত্তান্ত নাহি জানি

মেঘেরে জানায় ব্যথা! হায় রে! কামার্ত্তজন
স্বভাবতঃ নাহি মানে চেতন কি অচেতন!

[যক্ষোক্তি।]

(৬)

পুষ্করাবর্ত্তক বংশে জনম তোমার
সুবিখ্যাত; জলধর! বিবিধ আকার
ধরিয়া স্বেচ্ছায় তুমি ভ্রমহ বিমান!
ইন্দ্রের কিঙ্করদলে তুমিই প্রধান!
ভাগ্যহীন আমি, আজ হারায়ে প্রিয়ার
এসেছি তোমার কাছে যাচকের প্রায়
গুণশালী যেইজন, যাচিয়া তাহারে
বিফল হ'লেও ভাল ভুবন মাঝারে;
অধমের পাশে, হায়! করিয়া প্রার্থনা
আশা যদি পূর্ণ হয়, সেও বিড়ম্বনা!

(৭)

আর্ত্ত মানবের যে গো! তুমিই শরণ
কুবেরের কোপে পড়ি' বিরহ-জ্বলন
সহিতেছি নিশিদিন; প্রিয়ার সদনে
আমার বিচ্ছেদবার্ত্তা দাও, নবঘন;

যাও যক্ষ-অধিপতি-ধামে অলকায়,
সেথায় বহিরোদ্যানে শিবের মাথায়
শশাঙ্কনির্গত চারু কিরণমালায়
ধনীর প্রাসাদমালা জ্বলিছে আভায়

(৮)

তোমায় আকাশপথে যাইতে দেখিয়া,
দয়িতের গৃহাগম-আশায় মাতিয়া,
তুলিয়া কুন্তলদাম সীমন্তিনীগণ
—বিরহবিধূরা, মরি !—করিবে দর্শন ! *
তোমার আগমে, ঘন ! নব বরিষায়,
যে জন আমার মত পরাধীন, হায় !
সে বিনে আর কে বল' সুকঠিন চিতে
বিরহিনী প্রেয়সীরে পারে উপেক্ষিতে ?

(৯)

অনুকূল বায়ু তোমা' প্রেরিছে যখন ;
বামে তব, জলধর ! করিছে কূজন
সগর্ব্বে মধুরভাষী চাতকের দল ;
তখন দোহদসুখে আকাশমণ্ডল

* প্রাচীন ভারতবর্ষে পুরুষেরা গৃহ ছাড়িয়া কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশযাত্রা করিলে বর্ষাজলদোদয়ের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

বিশোভি' বলাকাগণ শ্রেণী বিরচিয়া
সেবিবে তোমায়, মেঘ! নয়ন মোহিয়া।

(১০)

অবিচ্ছিন্নগতি গিয়া নিরখিবে তথা
তোমার সে ভ্রাতৃজায়া—সাধ্বী-পতিব্রতা!
প্রিয়া মোর গণিতেছে, মরি, বারবার
শাপান্তের কতদিন বাকি আছে আর!
যায় নাই প্রাণ! হায়! কুসুমপ্রতিম,
বিক্ষত বিয়োগব্যথা সহি' নিশিদিন,
পতনপ্রবণ, নারী প্রেমমাথা-হিয়া
পতির মিলন-আশে রয়েছে বাঁচিয়া।

(১১)

তোমার যে গরজনে ধরণী উপর
শিলীন্ধ্রের সমুদ্গম হয় মনোহর,
সেই সূচনায় জানা যায়—বসুন্ধরা
নব বরিষায় হ'বে ফলশস্যভরা!
তোমার সে চারু ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
চঞ্চুতে মৃণালখণ্ড পাথেয় মতন
করিয়া গ্রহণ সেই রাজহংসগণ,
মানস-সরসী-আশে বিচলিত মন,

আকাশে উড়িয়া, ঘন! অনুগত ভাবে,
কৈলাস অবধি পথ সঙ্গে তব যাবে।

(১২)

ত্রিলোকপূজিত রঘু-চরণ-অঙ্কণ
পবিত্রিল কাঞ্চীদেশ যার, নবঘন!
ওই সে উন্নত গিরি সুহৃদ্ তোমার।
সম্ভাষি' লভহ চারু আলিঙ্গন তা'র।
প্রতি বরিষায় এই ভূধর সুন্দর
তোমার মিলন লভি', ওহে জলধর!
দীরঘ বিরহজাত উষ্ণ বাষ্পচয়
ত্যজিয়া পূর্ব্বস্নেহের দেয় পরিচয়।

(১৩)

গমনের যোগ্য পথ করহ শ্রবণ।
শ্রবণ-অঞ্জলিপেয় বার্ত্তা মনোরম
শুনিও তাহার পর, ওহে নবঘন!
পরিশ্রান্ত হ'বে যবে বসিও তখন
উঠি' গিরিশিরোভাগে। ক্ষীণ কলেবর
হইলে, করিও পান বিমল সুন্দর
স্রোতের সুস্বাদু জল স্নিগ্ধ স্বাস্থ্যকর।
সুস্থ হ'লে সেই পথে যেও, তারপর।

(১৪)

উদ্‌গ্রীব চকিত মুগ্ধ সিদ্ধনারীগণ*
তোমার গমনোদ্যম করি' বিলোকন
ভাবিবে,—"পবন বুঝি করিছে হরণ
ভূধরের শৃঙ্গদেশ?" হে নবীন ঘন!
সরস বেতসাকীর্ণ ত্যজি' এই স্থান
উত্তর-আকাশমুখে করিও প্রয়াণ।
পরিহার পথিমাঝে করিও তখন
দিক্-মাতঙ্গের স্থূল শুণ্ড-আস্ফালন।

(১৫)

মরি! কিবা ইন্দ্রধনু উদিতেছে ধীরে
বেষ্টিয়া সম্মুখে ওই বল্মীকের শিরে!
রতনরাজির যেন বিমিশ্র কিরণ
উজলিছে নভোদেশ! নয়নরঞ্জন!
ধনুর আভায় তব শ্যাম কলেবর
শোভিতেছে, মরি, কিবা বরণে সুন্দর!
মনে হয়, শিখীপাখা শিরোদেশে ধরি'
গোপবেশী শ্যামতনু শোভি'ছে শ্রীহরি!

* সিদ্ধ এক প্রকার দেবযোনি বিশেষ। সিদ্ধনারীগণ = সিদ্ধদিগের স্ত্রীগণ।

(১৬)

তোমারি আয়ত্তাধীন কৃষিকর্ম্মফল ;
সে হেতু বিলাসহীনা পল্লীনারীদল
ভ্রূভঙ্গ-কটাক্ষহীন নয়নে সুন্দর
বিলোকিবে দেহ তব, ওহে জলধর!
সদ্যঃকৃষ্ট শৈলময় উচ্চভূমি'পরি
বরষিবে জলধারা আরোহণ করি'!
মাতায়ে সুরভিশ্বাসে সিক্ত শৈলভূমি
আবার উত্তরমুখ ধরি' যেও তুমি।

(১৭)

আপনার শৃঙ্গোপরি করিবে ধারণ,
আম্রকূট * নামে এক ভূধর তখন।
কেন না, পয়োদ! তুমি সে বনভূমির
নিবাইবে দাবানল বরষিয়া নীর।
আশ্রয়-আশায় যদি আসে মিত্রজন,
ক্ষুদ্র যেবা, সেও সেবা করে সেইক্ষণ

---

* "Amrakuta is modern Amarkantaka from which the Narmada rises, and which forms the eastern part of the Vindhya mountains."

সে বান্ধবে, স্মরি'' মনে পূর্ব্ব উপকার!
মহৎ যে, তার কথা কি বলিব আর?

(১৮)

কুন্তল-কলাপনিভ বরণ তোমার;
বসিলে সে আম্রকূট-শৃঙ্গের মাঝার,
পরিপক্ক ফল হেতু ধবলহরিৎ—
বরণ রঞ্জিত, মরি, বনলতাবৃত
গিরি-পার্শ্বভূমি তবে শোভিবে সুন্দর
শেষ-পাণ্ডু মধ্যকৃষ্ণ, যেন পয়োধর
চারু বসুধার! থাকি' আকাশের তলে
দেখিবে যুগলে, মরি, অমরার দলে।

(১৯)

যাহার নিকুঞ্জদেশে করিছে বিহার
কিরাত-কামিনীগণ, মরি, অনিবার,
আম্রকূটে সে নিকুঞ্জে করি' অবস্থান
লভিও, হে নবঘন! ক্ষণিক বিশ্রাম।
হয়ে ক্ষিপ্রগতি করি' জল বরষণ,
পরবর্ত্তী রাজপথ করি' অতিক্রম
দেখিবে, উন্নতানত বিন্ধ্যগিরিতল
শোভিয়া বিস্তীর্ণ পড়ি' আছে নিরমল

ধরণী-উপর চারু নর্ম্মদার কায়!—
পত্রাবলি-রেখা যেন আঁকা করী-গায়।

(২০)

বরষণে লঘু তুমি হইয়া তখন,
—অরণ্যগজের মদগন্ধে মনোরম;
প্রতিহত জামকুঞ্জে মন্দ বহমান,—
নর্ম্মদার জল লয়ে করিবে প্রস্থান।
লইলে নর্ম্মদাজল হ'বে অন্তঃসার;
পরাজিতে তোমা' বায়ু না পারিবে আর
সারশূন্য জন হয় লঘু নিরন্তর;
সারপূর্ণ হয় বিশ্বে গৌরব-আকর।

(২১)

অরধ-সঞ্জাত, মরি, কেশর-আবৃত,
হরিৎকপিশ চারু বরণমণ্ডিত
স্থলজ কদম্বপুষ্প আঁখি-বিনোদন
পুলকে পূরিত চিত করি' বিলোকন,—
অথবা সলিলসিক্ত স্থানে মনোরম
করি' ভূমি-কদলীর মুকুল ভক্ষণ,
অথবা আরণ্যভাগে সিক্ত ধরণীর
লইয়া সুরভিগন্ধ হরষে অধীর,—

কুরঙ্গ মাতঙ্গদল সলিলসিঞ্চনে
দেখা'বে তোমায় পথ বিজন গহনে।

(২২)

যদিও হে নবঘন! মম উপকার
সাধিতে সত্বর ইচ্ছা হইবে তোমার,
যদিও যাইতে দ্রুত করিবে মানস,
তথাপি কুটজপুষ্প-সৌগন্ধে সরস
আমোদিত প্রতি গিরিশিখরে সুরম
বিলম্ব হইবে তব, লয় মনে মম।
অনুরাগ হেতু আঁখিবারি বরষিয়া
কেকাভাষে শিখীগণ তোমায় দেখিয়া
সম্ভাষিলে, কোনরূপে সেই পথিমাঝ
চলে যেও আশুগতি সাধিতে স্বকাজ

(২৩)

যবে সিদ্ধগণ, মরি, সলিলগ্রহণ-
তৎপর চাতকগণে করিবে দর্শন;
শ্রেণীবদ্ধ বক-রাশি প্রসারিয়া কণ্ঠ
করিবে গণন, হয়ে হরষ অন্তর;
এমন সময় তুমি করিলে গর্জ্জন,
পুলক-আবেগে প্রিয়সহচরীগণ

ব্যগ্রভাবে আসি' দ্রুত দিবে আলিঙ্গন,—
বিকম্পিত কলেবরা, সুন্দর দর্শন!
লভিয়া সে আলিঙ্গন মুগ্ধ সিদ্ধগণ
তোমারে করিবে তবে প্রীতি-সম্ভাষণ!

(২৪)

দশার্ণ প্রদেশে, * মেঘ! তব আগমনে
ফলভরা জামকুঞ্জ নীলিম বরণে
সাজিবে সুন্দর! পোষা বিহঙ্গমদল
বাঁধিতে আপন নীড় করি' কলকল
আকুল করিবে গ্রাম্য পাদপ সকল। †
উপবনে বেড়াশ্রেণী হইবে ধবল
অর্দ্ধস্ফুট কেতকীর কুসুম নিকরে।
যাপি' হেথা দিন কত' হরষ অন্তরে

* "Dasarna was the eastern part of Malava, its capital being Vidisa, the modern Bhilsa,—situated on the Vetravati or Vetwa. Professor Wilson thinks that it may correspond with the modern district of Chhatisgada."

† সংস্কৃত কথা "গ্রামচৈত্যাঃ" আছে। চিত্যা (চিতা) অর্থে "গোরস্থান"। প্রাচীন হিন্দুদিগের প্রথা ছিল যে, মৃত সন্ন্যাসীদিগের শবদেহ পথিপার্শ্বস্থ নদীকূলে বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষতলে সমাধিস্থ করিয়া ঐ বৃক্ষতল ইষ্টক বা প্রস্তরে বাঁধাইয়া দেওয়া হইত। এ জন্য "গ্রামচৈত্যাঃ" অর্থে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গ্রামের ঐরূপ পবিত্র বৃক্ষগুলি।

তোমার সে সহযাত্রী রাজহংসগণ
মানস-সরসী-আশে উড়িবে তখন।

(২৫)

দশার্ণার রাজধানী বিদিশানগর,*
খ্যাতি যা'র ঘোষে সদা বিশ্বচরাচর।
সুরম্য এ ধামে তুমি করিলে গমন
বিলাসের পূর্ণফল পা'বে, নবঘন!
ভ্রূভঙ্গচঞ্চল যথা রমণী-বদন,
তেমতি তরঙ্গাকুল সেথা মনোরম
বেত্রবতী-নীরধারা, তীরে তার গিয়া
হরষে করিবে পান মৃদু গরজিয়া।

* "Vidisa is the modern Bhilsa in the province of Malva. It is situated on the river Vetravati, the modern Betwa, which rises on the north side of the Vindya chain and persuing a north-easterly course of 340 miles, traverses the province of Malva and the south-east corner of Allahabad and falls into the Jamuna below Kalpee. In the ealry part of its course, it passes through Bhilsa or Vidisa."

(২৬)

নীচৈঃ নামে আছে গিরি, বিশ্রামের তরে
বসিও, হে জলধর! তাহার উপরে।
দেখি' সেথা ফুলভরা কদম্বের গাছ
মনে হ'বে, গিরি তব সমাগমে আজ
হয়েছে রোমাঞ্চ-তনু। গুহাগৃহে তার,
বারস্ত্রীর সনে সুখে করিয়া বিহার
নীচগামী কামী যত নাগর নিচয়
উদ্দাম যৌবনশক্তি দেয় পরিচয়।

(২৭)

লভিয়া বিশ্রামসুখ, মেঘ! তারপর
অরণ্যতটিনীতীরজাত মনোহর
যূথিকা-কোরকগুলি তট-উপবনে
সিঞ্চিয়া শীতল জলকণা বরষণে,
কুসুম-চয়ণরতা মালিনীবদনে
করিও হে ছায়াদান শ্রমাতুরাগণে!
সূর্য্যতাপে আকপোল মুছি' স্বেদজল
হয়েছে মলিন, মরি, কর্ণের উৎপল।
ক্ষণেক তা'দের সাথে করি' আলাপন
আপন গন্তব্য পথে করিও গমন।

(২৮)

চলেছ উত্তরে—পাবে উজ্জয়িনী দূরে—*
যদিও এ বক্রপথ, যেতে হবে ঘুরে,
তথাপি সেথায় সৌধআরোহণসুখ
লভিতে হ'য়ো না, মেঘ! কখন' বিমুখ।
চকিতে চপলা যবে চমকিবে, ঘন!
অপাঙ্গনয়নে তবে পুরনারীগণ
চাহিলে তোমার পানে, যদি তব মনে
নাহি জন্মে রতি, তবে ধিক্ ও জীবনে।

(২৯)

তরঙ্গ-সংক্ষোভ হেতু নিনাদি' মৃদুল
শোভিছে, মেখলা মত, বিহঙ্গমকুল
যা'র কটীতটে, সেই নির্ব্বিন্ধ্যা তটিনী,
—স্খলিতা উপলদেশে, কুটিলগামিনী,—
দেখায়ে আবর্ত্তরূপ নাভি সুমোহন
আনন্দে মধুর নৃত্যে করিছে গমন।
তার সঙ্গে রসরঙ্গে হ'ও নিমগন।
জেনহে জলদ তুমি, মদনরঞ্জন।

---

* "* * * The ancient city was about a mile north of the modern Ujjein."

রমণীর হাবভাব, কটাক্ষ-ক্ষেপণ—
প্রেমের অস্ফুট যেন প্রথম বচন!

(৩০)

তটিনী, ধরিয়া রুক্ষ একবেণী মত *
ক্ষীর্ণ সলিলের ধারা, তটপ্রান্তস্থিত
পাদপের জীর্ণপত্রে ধূসরবরণ
ধরিয়া, সৌভাগ্য তব ক'রে প্রদর্শন!
হে সুভগ! বিরহেও তোমার সদন
তা'র প্রেম অবিরল বহিছে কেমন!
যাহাতে সে বিরহিণী করে পরিহার
কৃশতা, উপায় তুমি করিও তাহার।

(৩১)

যেথা গ্রাম্য বৃদ্ধগণ করে উদয়ন-
নৃপতির গুণগান, করিয়া গমন
সে অবন্তীদেশে, মেঘ! করিবে প্রয়াণ
শ্রীসম্পন্না রাজপুরী সে বিশালাধাম।

* পুরাকালে স্ত্রীলোকেরা স্বামী প্রবাসে থাকিলে কেশবিন্যাশ না করিয়া রুক্ষকেশ গোছা করিয়া মস্তকে জড়াইয়া রাখিত। ঐ গোছাকে "একবেণী" বলিত।

নগরী স্বর্গের এক অংশের মতন,
ক্ষীণ পুণ্যফল হেতু এসেছে এখন
যেন বা এ মর্ত্তধামে! স্বর্গলোকবাসী
নিঃশেষ করেছে বুঝি পুণ্যফলরাশি!

(৩২)

প্রত্যূষে অব্যক্ত মৃদু সারসের স্বর
সুদূর-বিশ্রুত করি', বিকচ সুন্দর
কমলনিকরগন্ধ বহি' মনোহর,
স্পর্শযোগ্য শিপ্রাবায়ু * বহিয়া নিথর
শীতলিছে নারীদের রতিশ্রান্ত কায়;
তাদের চটুল চাটু বল্লভের প্রায়!

(৩৩)

গবাক্ষ-নির্গত নারী-কুন্তল-সংস্কার—
ধূপের † সুবাসে হ'য়ে বর্দ্ধিত আকার;

* "Sipra is a celebrated river which unites with the Chambal."

† শোভা বৃদ্ধির জন্য প্রাচীনকালে রমণীরা একপ্রকার সুগন্ধ ধূম লাগাইয়া কেশ কুঞ্চিত করিত।

বন্ধুপ্রীতি হেতু, মরি, ভবনপালিত
নৃত্যরত শিখীদ্বারা হ'য়ে সম্মানিত ;
পুষ্পমালা-সুবাসিত, চরণরঞ্জন
যুবতীবৃন্দের লাক্ষারসে সুশোভন
সুসজ্জিত সৌধশ্রেণী করি' বিলোকন
বুঝিবে অবন্তী ধরে কত রত্ন ধন !
চিত্রপট সম তার দৃশ্য মনোরম
হেরিয়া করিও দূর তব পথশ্রম।

(৩৪)

হে জলদ ! তুমি সেই ত্রিভুবনেশ্বর
চণ্ডীশ্বর—পূতধামে যেও তারপর।
গন্ধবতীনদীনীরজাত-কোকনদ—
পরাগরেণুর স্পর্শে সুগন্ধ সুখদ,
অথবা সলিলকেলিনিরতা-যুবতী-
স্নানীয়চন্দনগন্ধে সুবাসিত অতি,
সেথায় মৃদুল বায়ু হ'য়ে হরষিত
কাননিচয়ে করে সুখে আকম্পিত।
প্রভুর কণ্ঠের নীলবরণ মতন
তোমার বরণ, মেঘ ! ভাবিয়া তখন,
শম্ভুর যতেক সাথী অনুচরগণ
সাদরে তোমার পানে করিবে দর্শন।

(৩৫)

অপর সময় যদি মহেশ-মন্দিরে
হও উপস্থিত, তবে অস্তাচলশিরে
যতক্ষণ সূর্য্যদেব না করে গমন
বিশ্রাম করিও তুমি সেথা ততক্ষণ।
সন্ধ্যায় শূলীর পূজা হইবে যখন
সুধীর গম্ভীর রবে তুমিও তখন
সুন্দর পটহকার্য্য করি' সম্পাদন
নিনাদের সর্ব্বফল লভিও, হে ঘন!

(৩৬)

তালযোগে নৃত্যশীলা বাররমণীর
নিতম্বে ভূষণধ্বনি উঠিছে সুধীর;
রতন-ভূষায় দীপ্ত চামর সুন্দর
ব্যজনে হয়েছে কর অতীব কাতর;
তোমার সকাশ হ'তে পাইয়া তখন
নখক্ষত-সুধাদায়ী জল মনোরম,
ভ্রমরশ্রেণীর মত দীর্ঘ আঁখিতারা
স্থাপিবে তোমার অঙ্গে সানন্দে তাহারা

(৩৭)

পূজান্তে শঙ্কর যবে নাচিবে, তখন
ধরি' তুমি নব জবাফুলের মতন

লোহিত সন্ধ্যার রাগে মণ্ডল-আকার,
ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ভূজঅগ্র ব্যাপিবে তাঁহার।
শঙ্করের রুধিরার্দ্র গজচর্ম্মে রতি
নিবারিবে সেইক্ষণে। তোমার ভকতি
দেখিয়া নিশ্চল চক্ষে বিস্ময়-মূরতি
চাহিবেন তব পানে দেবী ভগবতী।

(৩৮)

রজনীর সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে
সেথায় নিবিড় রাজপথের মাঝারে
বল্লভ-উদ্দেশে যদি সাঙ্কেতিক স্থানে
যুবতীরা যায় ফুল্ল আশান্বিত প্রাণে,
নিকষ-পাথরে তবে স্বর্ণরেখা মত
বিজলীস্ফূরণে তুমি দেখাইও পথ।
করিও না বরষণ, ক'রো না গর্জ্জন;
সহজেই অতি ভীরু জেনো নারীগণ।

(৩৯)

যেথা সুখনিদ্রারত পারাবতগণ,
গৃহ-বলভিতে কোন করিবে যাপন
সেই ঘোরা নিশীথিনী, সাথে লয়ে, মরি,
পরিশ্রান্তা বিদ্যুল্লতা তব প্রাণেশ্বরী।

অবশিষ্ট পথটুকু, উদিলে তপন,
করিবারে অতিক্রম করিবে গমন।
সাধিতে বন্ধুর কাজ করি' অঙ্গীকার
বিলম্ব না করে কেহ পথের মাঝার!

(৪০)

শশব্যস্তে খণ্ডিতার * নয়নের জল
মুছা'বে প্রভাতকালে প্রণয়ীর দল!
সেহেতু সূর্য্যের পথ ক'রো পরিহার;
নলিনী-কমলাননে হিম-অশ্রুধার
সূর্য্যও মুছাবে ধরি অরুণ আকার;
রুষ্ট হবে অতি, কর রোধিলে তাহার

(৪১)

যথা অনুরক্ত চিত, তেমতি নির্ম্মল
গম্ভীরানদীর † কিবা সুশীতল জল!

* খণ্ডিতা=অবিশ্বাসী স্বামী কর্ত্তৃক অত্যাচারিতা স্ত্রী।

† "Professor Wilson says,——'that this river the Gambhira and the Gandhavati in the vicinity of the temple of Siva are probably amongst the numerous and nameless brooks with which the province of Malva abounds.'"

স্বভাব-সুন্দর তব মূর্ত্তিখানি, ঘন!
নদীর বিমল নীরে করিও ক্ষেপন।
ধরিয়া গম্ভীরভাব ক'রো না নিষ্ফল
নদীর কুমুদশুভ্র চটুল চঞ্চল
ক্রীড়ারত সফরীর চারু উল্লুণ্ঠন,—
যুবতীর অপাঙ্গের চাহনি মতন।

(৪২)

দেখ' সখা! গম্ভীরার নিতম্বমতন
কুলতট হ'তে যেই ঈষদ্ স্খলন
হয়েছে সলিলবাস,—বেতস শাখায়
যেন বা রেখেছে নদী টানিয়া তাহায়,—
কোরোনা গো বস্ত্র চুরি; করিলে হরণ
তোমার গমনক্লেশ হ'বে, নবঘন!
জ্ঞাতাস্বাদ পরিহার করে কোন জন
সম্মুখে হেরিয়া নারী— * * *।

(৪৩)

দেবগিরি গমনেচ্ছা * হইলে তোমার,
সুশীতল সমীরণ বহি' অনিবার,

* "The mountain Debgiri may be the same

শ্রান্ত তুমি, তোমা, মেঘ! করিবে বীজন।
সে বায়ু কি রমণীয়! কিবা মনোরম
সুরভি পরশে, মরি, আর্দ্র বসুধার!
সে বায়ু মাতঙ্গনাসারন্ধ্রে অনিবার
হয় প্রীতিদায়ী! মরি, কাননডুম্বুর
সে বায়ু পরশে হয় স্বাদু সুমধুর!

(৪৪)

সেথা দেবগিরিশিরে করেন বসতি
স্কন্দদেব; পুষ্পবর্ষী মেঘের আকৃতি
ধরি', মেঘ! স্বর্গগঙ্গাজলে মনোরম
আর্দ্র পুষ্পদ্বারা তাঁরে পূজিবে তখন;
অনলের মুখে ক্ষিপ্ত শশাঙ্ক-শোভন
হরতেজে স্কন্দদেব লভেছে জনম
রক্ষিতে ইন্দ্রের সেনা। দেবতা
মানিয়াছে পরাভব স্কন্দের সদন।

with a place called Debgarh, situated south of the Chambal in the centre of the province of Malva and precisely in the line of the cloud's progress.—— Wilson."

"Dr. Fleet says,——'The village of *Deogada* is situated about sixty miles to the south-east of Jhansi.'"

(৩৫)

গম্ভীর গর্জ্জনে গুরু, ওহে ঘনবর!
পর্ব্বতগুহায় তুলি ধ্বনি অতঃপর
নাচাবে স্কন্দবাহন ময়ূরে তখন;
দেখা'তে অপত্যস্নেহ, যা'র মনোরম
স্বতঃবিগলিত বর্হ রেখায় অঙ্কিত,
করেন ধারণ উমা পদ্ম-সুশোভিত
আপন শ্রবণযুগে। যা'র আঁখিদ্বয়
হয়েছে বিধৌত হরশির-চন্দ্রাভায়।

(৩৬)

শরবন-সমুদ্ভব স্কন্দ দেবতায়
আরাধিয়া যা'বে, মেঘ! উত্তর আশায়;
বারিপাত ভয়ে ভীত বীণাধারী, মরি,
সিদ্ধমিথুনেরা তব পথ দিবে ছাড়ি'।
ধরেছে বুঝি বা মর্ত্ত্যে তটিনী আকার *
গোমেধের কীর্ত্তিরাশি রন্তিদেবতার। †

* চর্ম্মণ্বতী নদী। "The modern name of Charmanvaty is the Chambal."

† "Rantideva was the king of Dasapura, son of Sankriti and sixth in descent from Bharata. He is mentioned in the Mahabharata and the

সম্মানিতে সে নদীরে ছাড়িয়া অম্বর
নামিবে ধরণীতলে, ওহে জলধর!

(৪৭)

কৃষ্ণের বরণ তুমি হরিয়াছ, ঘন!
লইতে সলিল যবে ত্যজিয়া গগণ
নামিবে নদীর তটে; যত দেবগণে
অন্তরীক্ষ হতে নিম্নে হেরিবে নয়নে—
ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী, সুদূরবাহিনী
শোভিছে সুন্দর শ্বেত উজ্জ্বলবরণী—
ধরণীর কণ্ঠে যেন মুকুতার হার,
ইন্দ্রনীলমণি—তুমি মধ্যে গাঁথা তার!

(৪৮)

উতরিয়া সেই নদী যাইবে যখন,
অপাঙ্গচাহনিক্ষেপচটুলা তখন,

Puranas as a very pious and religious king. He was charitable and profuse in his sacrifices. He slaughtered daily two thousand cattle for use in his kitchen, and he fed innumerable beggars with beef.'"

আঃ মরি, তোমায় দশপুরনারীগণ *
সাভিলাষ দৃষ্টিপাতে করিবে দর্শন।
আঁখিপংক্তি ঊৰ্দ্ধদেশে স্থাপিলে তাহারা,
শ্বেতকৃষ্ণদ্যুতিমাখা নয়নের তারা
দেখিলে হইবে মনে—কুন্দঅনুসারী
উড়িছে চঞ্চল যেন ভ্রমরের সারি।

(৪৯)

ব্রহ্মাবৰ্ত্তদেশে ছায়া করি' বিস্তারণ
যাইবে হে ক্ষত্রিয়ের সমরপ্রাঙ্গণ
কুরুক্ষেত্রে পরে—যেথা, বারি বরিষণ
করি যথা বরিষায় পদ্মের আনন
কর তুমি অভিবৃষ্ট, গাণ্ডীবী তেমতি
তীক্ষ্ণশরে বিনাশিল শতেক নৃপতি।

* দশপুর ;—"Literally the district of ten cities. It lies north of Ujjayiny along the bank of the Chambal and is identified with the Mandasor. Professor Wilson says that it may be the modern Rantampore. Dr. Fleet says that Mandasor or more properly Dasor, the ancient Dasapur on the north or left bank of the river Siwana, is the chief town of the Mandasor district of Scindia's dominions in the western Malva division of Central India."

(৫০)

বন্ধুপ্রীতি হেতু রণ ত্যজি' হলধর,
ত্যজি' চিরপ্রিয় স্বাদু মদিরা সুন্দর
পত্নী রেবতীর চারু আঁখিবিম্বমাখা,
আশ্রয় লইলা যেই পবিত্রতা ঢাকা
সরস্বতী নদীনীরে ; * কালিমা বরণ
তুমিও, সে নীরস্পর্শে হবে পুণ্যমন।

(৫১)

যেও পথে কনখল † পুণ্য তীর্থস্থানে—
পতিতপাবনী মাতা জাহ্নবী যেখানে
করেন বিরাজ ত্যজি' নগেন্দ্রের কায়,
সগর পুত্রের—স্বর্গসোপানের প্রায়।
যাহার উরমি-কর শম্ভুশিরোপর
আশ্রয় করিয়া শম্ভু-কেশর সুন্দর
করেছিল উপহাস ফেণার মালায়
গৌরীর সুচারু মুখে ভ্রূকভঙ্গিমায়।

* হলধর বলরাম কুরু পাণ্ডব উভয়েরই আত্মীয়, সেইজন্য কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া সরস্বতীনদীগর্ভে বাস করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুরাপায়ী ছিলেন, এইরূপ বর্ণনা আছে।

† "It is a village on the west bank of the Ganges and is near Haridwar."

(৫২)

ব্যোমদেশে স্থাপি' মেঘ! পশ্চার্দ্ধ তোমার,
সুরগজ প্রায়, স্বচ্ছ সলিল গঙ্গার
বক্রভাবে পানচেষ্টা করিবে যখন,
তখন বিমল জলে মূর্ত্তি তব, ঘন!
নেহারিলে হ'বে মনে, আজি মনোরম
হইয়াছে ভিন্নস্থানে যমুনাসঙ্গম।

(৫৩)

কস্তুরীমৃগের নাভিগন্ধে সুশীতল
সুবাসিত শোভে যেথা শত শিলাতল,
জাহ্নবীর জন্মস্থান যেথা মনোরম,
তুষার-আবৃত সেই ধবলবরণ
হিমানীর শ্রম-অপহারী শৃঙ্গোপর
বসিবে যখন, মনে হ'বে, ঘনবর!
যেন বা হরের ষণ্ড করিয়া খনন
শৃঙ্গপ্রান্তে করিয়াছে কর্দ্দম ধারণ।

(৫৪)

ভীমবেগে প্রভঞ্জন বহিয়া যখন
দেবদারু-তরুশাখা করি' সঙ্ঘর্ষণ

জ্বালিবে হিমাদ্রিঅঙ্গে ঘোর দাবানল;
যাহে দগ্ধপুচ্ছ হবে চমরীর দল;
সহস্র সলিলধারা করিয়া বর্ষণ
তখনি সে হুতাশন ক'রো নির্ব্বাপন।
মহৎ যে জন, তা'র সম্পদের ফল
আপন্নের তাপশান্তি জেনহে কেবল।

(৫৫)

তোমার উদয় হেরি শরভের দল *
ঈর্ষা-রোষ-পরবশ, প্রগল্‌ভ চঞ্চল,
চূর্ণিতে আপন অঙ্গ, তোমায় লঙ্ঘন
করিতে সচেষ্ট সবে হইবে যখন,
ছাড়িও প্রথমে পথ; হেন আচরণ
করে যদি পুনঃ, করি শিলাবরিষণ
ছিন্ন ভিন্ন কর' সবে। নিস্ফলপ্রয়াসী
বিশ্বে লাভ করে শুধু লাঞ্ছনার রাশি।

(৫৬)

হিমাচল-শিলাঅঙ্গে আছে সুঅঙ্কিত
ত্রিলোচন-চরণাঙ্ক পুণ্যবিমণ্ডিত,

* অষ্টপদবিশিষ্ট একপ্রকার কাল্পনিক হরিণ বিশেষ।

যোগীজন ধ্যানে যাঁহা পূজে নিশিদিন;
ভক্তিনম্র হয়ে তায় কর' প্রদক্ষিণ।
দিব্য চরণাঙ্ক এই করিয়া দর্শন,
পাপ তাপ মুক্ত হয়ে সার্থকজীবন,
ভক্তজন দেহভার করি' পরিহার
শাশ্বত প্রমথজন্ম পায় পুরস্কার!

(৫৭)

অনিলপূরিত চারু কীচকনিকর *
করিতেছে, মরি, কিবা ধ্বনি মনোহর!
যেন বা একত্রে মিলি' কিন্নরীসমাজ
ত্রিপুর-বিজয়-গান গাহিতেছে আজ!
মুরজ-ঝঙ্কার মত তোমার গর্জ্জন
গুহাকক্ষে প্রতিধ্বনি তুলিলে তখন,
মনে হ'বে, জলধর! হরের সঙ্গীত
পূর্ণাঙ্গ হয়েছে মিলি তোমার সহিত।

(৫৮)

প্রালেয়াদ্রি-তটে দৃশ্য করি' নিরীক্ষণ,
চলিতে উত্তরে তাহা করি অতিক্রম,

* ছিদ্রযুক্ত একপ্রকার বংশ বিশেষ। ছিদ্রগুলিতে বায়ু প্রবেশ করিলে বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ উত্থিত হয়।

ক্রৌঞ্চশৈল মধ্যে সেই দেখিবে বিবর, *
যে পথে হরষচিতে মন-সরোবর—
আশা করি হংসদল উড়ে অবিরত।
যেই পথ ভৃগুপতি-যশোদ্বার মত।
দীর্ঘবক্রকলেবরে সে পথ যখন
অতিক্রমি তুমি, ঘন! করিবে গমন,
শোভিবে হে—বলিরাজে করিতে দলন
অভ্যুদ্যত যেন শ্যাম বিষ্ণুর চরণ!

* There are different opinions as to the splitting of the Mount ক্রৌঞ্চ। The *Vayupurana* says that in a race run round the hill by *Indra* and *Kartikeya*, the latter outstripped the former; but the hill decided in favour of the former; hence *Kartikeya* split the mountain in anger. The *Mahasivapurana* says that *Parasuram* was a favourite disciple of Sankara. The war-god on this acconnt envied him. To settle the precedence between them a stake was laid; and *Parasuram* carried off the palm by splitting the mount *Krounch*. The second allusion is to the assumption of the shape of a dwarf by *Vishnu* for checking the pride of the demon *Vali*. It is too well-known to require any elaborate mention here. The Krouncha pass is situated "somewhere in the Himalayas."

(৫৯)

উর্দ্ধদিকে উঠি' পরে, ওহে নবঘন !
ত্রিদশবনিতা-চারু-দর্পণ মতন
করিবে কৈলাসশৃঙ্গে আতিথ্য গ্রহণ ।
রাবণ ভুজের দ্বারা করি উত্তোলন
করেছে শিথিলসন্ধি সেই গিরিবরে ।
নীরজ পদ্মের মত শুভ্রবর্ণ ধ'রে,
উন্নত শৃঙ্গের দ্বারা ব্যাপিয়া আকাশ,
শোভিতেছে নিশিদিন বিশাল কৈলাস—
দিনে দিনে জমি' যেন, মরি, একরাশ
স্তূপীকৃত ত্র্যম্বকের চারু অট্টহাস !

(৬০)

সুস্নিগ্ধ মর্দ্দিত চারু অঞ্জনের প্রায়
আভাময়, ঘনবর ! তব কৃষ্ণ কায়,
নবছিন্ন হস্তীদন্ত মতন ধবল
আরোহিবে যবে সেই গিরিসানুতল,
শোভায় সাজিয়া তুমি, নিশ্চলনয়ন
গিরির দর্শনযোগ্য হইবে তখন।
পয়োদ ! কি শোভা তবে হ'বে অভিরাম !
স্কন্ধন্যস্ত নীলবাস যেন বলরাম।

(৬১)

ভুজগ-বলয় ত্যজি' দেব মহেশ্বর
করেছিল দান যাঁরে স্বভুজের ভর,
সেই গৌরী ভগবতী করেন ভ্রমণ
পদব্রজে ক্রীড়াশৈলে যদি সেইক্ষণ,
তখনি তাঁহার অগ্রে করিয়া গমন,
অভ্যন্তরে স্বীয় জল করিয়া স্তম্ভন,
ভঙ্গীভাবে বিরচিয়া দেহ আপনার
ধরিও হে মণিময় সোপান আকার।
গৌরী তবে উত্তরিয়া সোপান সুন্দর
আরোহিবে সেই মণিতটের উপর।

(৬২)

সুরযুবতীরা সেই পর্ব্বত উপর
প্রহারিয়া বলয়াগ্রে তোমা', জলধর!
করিবে ওদেহ হ'তে বারি উদ্গীরণ।
হ'বে তুমি যন্ত্রধারা-গৃহের * মতন।
পড়িয়া তা'দের হাতে নিদাঘ সময়
তোমার নির্ম্মুক্তি, মেঘ! নাহি যদি হয়,
ক্রীড়াসক্তা তবে সেই সীমন্তিনীগণে
করিও হে ভয়াকুল ভীষণ গর্জ্জনে।

* গোলাবপাশ।

(৬৩)

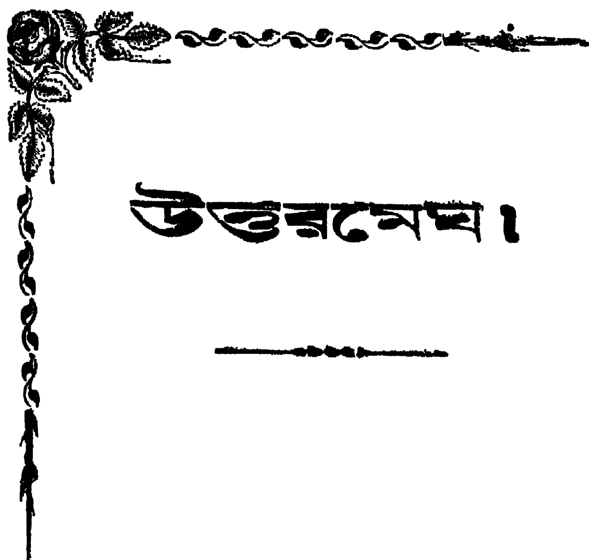
সুবর্ণকমল যাহে জন্মে অনুক্ষণ,
মানস-সরসীজল করিবে গ্রহণ।
সমাগত ঐরাবত প্রীতির কারণে,
ঢাকিও ক্ষণেক তার বদন যতনে।
বেষ্টিয়া কল্পদ্রুম শোভে কিশলয়
সূক্ষ্ম বসনের প্রায় সেথা ফুলময়,
কাঁপাও কৌতুকে তারে সমীরণ সনে—
নানামত খেলা হেন খেল প্রীতমনে।

(৬৪)

প্রণয়ীর কোলে যথা স্রস্তাম্বরা নারী,
সেরূপ কৈলাসকোলে, ওহে কামচারি!
বিগলিত-গঙ্গাবাসা সেই অলকায়
দেখিলে চিনিবে তুমি। প্রতি বরিষায়
সপ্ততলহর্ম্মাবলীশোভিতা সুন্দরী
অলকা, সলিলস্রাবী জলধরে ধরি,
আ মরি! আপন শিরে, শোভে অবিরত
মুক্তাশোভিতা নারী-কবরীর মত।

ইতি পূর্ব্বমেঘ সমাপ্ত।





উত্তরমেঘ।



(১)

শুন', ওগো জলধর! হর্ম্মাবলী মনোহর
সেই চারু পুরী অলকার,
নারীবৃন্দে সুশোভিয়া, চিত্রে সুরঞ্জিয়া হিয়া,
উথলিয়া মুরজঝঙ্কার,
মণিরত্নে ঝলসিয়া, মেঘমালা পরশিয়া,
তোমার ঐ বিজলী-সনাথ,
ইন্দ্রধনু-সমন্বিত, মৃদুমন্দ গরজিত,
সলিলউজল দিনরাত,
মনোহর কলেবর, নিরখি', হে জলধর!
স্পর্দ্ধা করি' আপনার মনে
সেই সে প্রাসাদমালা, অলকা করিয়া আলা,
সমকক্ষ হয় তব সনে।

(২)

সেথা যুবতীর করে, লীলাপদ্ম শোভা ধরে,
সুবিকচ সরস সুন্দর!
চিকণ অলকে' পরি, মনোহর শোভে, মরি,
প্রস্ফুটিত কুন্দফুলথর!
লোধ্রফুল-রেণু দ্বারা, বিনোদ বদন তা'রা,
করে সদা ধবল পাণ্ডুর!

কেশবন্ধে কুরবক, কর্ণরন্ধ্রে বিনোদক,
শোভে কিবা শিরীষ মধুর!
সীমন্তে কি স্নমোহন, চারু সীমন্তিনীগণ,
সাজায় কদম্বফুলথরে!
সেই কদম্বের দল, ফুটে উঠে অবিরল,
বর্ষাগমে অবনী উপরে!

(৩)

সেথা পুষ্পবৃক্ষ যত, নিত্য পুষ্পভারে নত,
মুখরিত ভ্রমরগুঞ্জনে।
শতদল থরে থরে ফুটে নিত্য সরোবরে,
হাসিমুখে দোলে সমীরণে!
সারিবদ্ধ অগণন ভাসে রাজহংসগণ,
বসে যবে কমল উপর,
শোভে অতুলন, মরি, যেন বা রচনা করি
সরসীর মেখলা স্নন্দর!
ভবনপালিত যত, শিখী সেথা অবিরত,
সমুজ্জ্বল কলাপে শোভিয়া
ডাকিয়া কেকার স্বরে, সুমধুর নৃত্য করে
ঘরে ঘরে আনন্দিত হিয়া!
রজনী আগমে নিত্য, বিকাশে জ্যোছনা দীপ্ত,
তিরোহিত হয় অন্ধকার,

মাখিয়া চাঁদের বিভা, মুগ্ধ রমণীয় কিবা,
হয় শোভা চারু অলকার !

(৪)

সে দেশে যদি বা ঝরে, যক্ষ-আঁখি-ইন্দিবরে
নিরমল নয়নের জল,
সে শুধু হরষজাত ; বিষাদের অশ্রুপাত
অলকায় অতীব বিরল।
বিনা মদনের জ্বালা সেথায় যক্ষের বালা
নাহি জ্বলে মনের জ্বলনে !
সেই সে মদনানল, হয়, মরি, সুশীতল
প্রাণেশের শুভ-আগমনে !
প্রণয়-কলহ ছাড়া, সেথায় যক্ষের দারা,
নাহি সহে বিরহ-জ্বলন !
বলিতে কি সুখ পাই, সেথা অন্য বয়ঃ নাই,
সকলেরি অটুট যৌবন !

(৫)

শুভ্র মণিবিরচিত ফুলথরে বিশোভিত
তারকার বিম্বের মতন,
সেথায় হরমতলে সুন্দরী বনিতাদলে
ল'য়ে সাথে যত যক্ষজন,

—বাজিলে বাদিত্রস্বর যেন জলধরস্বর,—
কল্পতরুজাত সুধাধারা
বাড়ে যাহে রতিরস দেহ হয় স্মরবশ,
সেই রস পান করে তা'রা!

(৬)

স্পর্শি' মন্দাকিনীজল বহে বায়ু সুশীতল,
সেবি' সেই স্নিগ্ধ সমীরণ
সৈকত-বালুকা মাঝ আছে যে মন্দার গাছ
তা'র ছায়াতলে মনোরম
বসিয়া, রবির কর নিবারিয়া, মনোহর
অমর-প্রার্থিতা রূপাধার
যক্ষের কুমারীগণ করে ক্রীড়া অনুক্ষণ
সেই তটবালুর মাঝার!
স্বর্ণময় বালু ঢাকি' প্রথমে লুকায়ে রাখি'
সমুজ্জ্বল অমূল্য রতন,
অন্বেষিয়া তারপর খুঁড়িয়া বালুর স্তর
খেলে হেন মনের মতন!

(৭)

প্রেমউচ্ছ্বসিত মন, সেথায় বল্লভগণ
বিম্বোষ্ঠীর * *

*　*　*　　　*　*　*

তখন সে সীমন্তিনীগণ
লাজ-বিমণ্ডিত চিতে　　দীপশিখা নিবাইতে
চূর্ণমুষ্টি ছুড়িলেও, মরি,
রত্নদীপ মনোরম　　জ্বলে, ওহে নবঘন !
উজ্জ্বল শিখায় আলো করি' !

(৮)

সেথা, সমীরণ ধীরে　　সপ্ততলহর্ম্মশিরে
তব সম মেঘে দিলে তুলি',
যদি জলবরষণ　　করি' সেথা সেই ঘন
ভিজাইয়া দেয় চিত্রগুলি ;
তখনি সে জলধর　　ভয়াবিষ্ট কলেবর
দেখাইতে যেন ধূমোদ্গার
গবাক্ষভিতর দিয়া　　বাহিরে পলায়ে গিয়া
বাঁচায় সে দেহ আপনার।

(৯)

চন্দ্রাতপে বিলম্বিত　　চন্দ্রকান্ত মণি শত
সূত্রে গাঁথা সেথা ঘরে ঘরে
নির্ম্মেঘ চন্দ্রের কর　　পরশিয়া মনোহর
উজলিয়া নিশি দ্বিপ্রহরে

বিন্দু বিন্দু নিঃসারণ করিবে সলিলকণ;
বল্লভের চারু আলিঙ্গন-
নির্ম্মুক্তা যুবতী নারী অঙ্গে মাখি সেই বারি
বিদূরিবে সুরতের শ্রম।

(১০)

রতনভাণ্ডার ভরা সেথা মণি মনোহরা
যাহাদের ঘরে স্তূপাকারে
শোভিতেছে অনুক্ষণ, সেই কামী যক্ষগণ,
অপ্সরপ্রতিম রূপাধারে
বারবনিতায় ডাকি' আলাপনিরত থাকি'
বৈভ্রাজ-উদ্যানে মনোহর
—কুবেরের যশোগাথা কিন্নর গাহিছে যেথা,—
বিহরিছে, মরি, নিরন্তর!

(১১)

রজনীর অন্ধকারে নারী যদি অভিসারে
যায় প্রিয়-সাঙ্কেতিক স্থলে,
প্রভাতে চঞ্চলগতি ফিরে যবে সে যুবতী,
অলক হইতে তৃণদলে
মন্দারকুসুম খসে; কর্ণে স্বর্ণপদ্ম খসে!
খসে ভূমে খণ্ড-কিশলয়;

ত্যজিয়া উরসদেশে ছিন্নসূত্র হার খসে ;
খসে ভূমে মণিমুক্তাচয়।
তাহাতে নিশীথশেষে উদয়অচল দেশে
সমুদিত হইয়া তপন
আলো ঢালি' অবিরত যুবতীর নৈশপথ
দেখায় এ ধরায় তখন।

(১২)

কুবের সুহৃদ্‌বর শূলী শম্ভু মহেশ্বর
এইস্থানে করেন নিবাস ;
ভ্রমরশ্রেণীর মত করি' গুণ আরোপিত
ধনুর্ব্বাণ ধরিতে প্রয়াস
সে হেতু করে না স্মর। ধনুকার্য্য নিরন্তর
সাধে কিন্তু অব্যর্থ সন্ধান
ভ্রূভঙ্গে মনোরম সেথা যক্ষদারাগণ ;
বিঁধে তায় কামী যক্ষপ্রাণ !

(১৩)

একাকী কল্পতরু যোগায় ভূষণ চারু
যুবতীর অঙ্গে মনোহর !
যোগায় বিচিত্র বাস, মস্ত, যাহে সবিলাস
ঢুলু ঢুলু আঁখি-ইন্দিবর !

যোগায় কুসুম, লতা ! বনিতা বিলাসরতা
সাজে সেই ভূষণে সুন্দর !
যোগায় আলতা-রস, যেন চারু তামরস
রাজে তাহে পদ মনোহর !

(১৪)

কুবের আবাস যেথা শোভিছে সুন্দর, সেথা
উত্তরেতে তা'র অবস্থিত
বাসবধনুর মত তোরণেতে সুশোভিত
দূর হ'তে চিরপরিচিত
আমার সে বাসস্থান। মন্দার বর্দ্ধিতমান
তোরণের প্রান্তদেশে, মরি,
প্রেয়সী স্বকরে যাহা করেছে রোপণ, তাহা
শোভিতেছে ফুলপত্রে ভরি।
যথা নিজ পুত্ররত্ন তরুবরে করে যত্ন
বিরহিণী প্রেয়সী আমার।
বাড়া'লে বিনোদ কর ধরা যায় ফুলথর,
নত যাহে শাখাবলি তা'র।

(১৫)

গৃহে সেথা, জলধর ! আছে বাপী মনোহর,
মরকতে নির্ম্মিত সোপান !

বৈদূর্য্যমণির নালে পূর্ণ বাপী, সেই ডালে
স্বর্ণপদ্ম ফুটে অবিরাম!
বিষাদবিমুক্ত মন সেথা রাজহংসগণ
দেখিয়াও তোমায় অম্বরে
ছাড়ি সে সরসীধার যাইতে চা'বে না আর
সন্নিকট মন-সরোবরে!

(১৬)

সরসীর তটোপরি বিরাজে একটী, মরি,
মনোহর বিহার-পর্ব্বত!
দৃশ্য কিবা স্নিগ্ধকর! বেষ্টিয়াছে সে ভূধর
সুবর্ণ কদলীবৃক্ষ যত।
খচিত গিরির অঙ্গে, খচিত গিরির শৃঙ্গে
ইন্দ্রনীলমণি মনোহর!
সেই শৈলে মনোরম বাসে ভাল প্রিয়া মম।
সেই সে কারণে, ঘনবর!
কাতর বিকল প্রাণে চাহিয়া তোমার পানে
দেখি যবে চপলাবিকাশে
দীপ্তপ্রান্ত তব দেহ, মনে পড়ে সেই গেহ;
সেই ক্রীড়াশৈলে নিজদেশে।

(১৭)

আমার আবাস মাঝে ঘেরা কুরবক গাছে
আছে এক মাধবীমণ্ডপ;
তাহার সমীপে, মরি, চঞ্চল পল্লব ধরি'
শোভে রক্ত-অশোক পাদপ।
পার্শ্বে তা'র মনোহর বকুল বিটপীবর
দাঁড়াইয়া আছে ক্রীড়ারত।
একটী আমার সম আকিঞ্চন করে কম
প্রেয়সীর চারু বামপদ!
অন্যটী কয়েক মাস করিতেছে অভিলাষ,
নবঘন! এই দীন সম,
আ মরি, দোহদছলে রক্ত অধর-যুগলে
প্রেয়সীর সুধা মনোরম! *

(১৮)

অশোক বকুল মাঝে এক বাসযষ্টি রাজে
সুবর্ণে নির্ম্মিত স্নিগ্ধকরী;
তরুণ বংশের মত রত্নে কিবা প্রভান্বিত
সেই যষ্টি-মূলদেশ, মরি!

* প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রবাদ ছিল যে, অশোকবৃক্ষ যুবতী স্ত্রীর বামপদ দ্বারা স্পর্শিত না হইলে ও বকুলবৃক্ষ তাহার চুম্বন লাভ না করিলে পুষ্পিত হয় না।

স্ফটিক ফলকোপর সেই যষ্টি মনোহর,
আহা! কিবা স্থাপিত সুন্দর!
শিখী সেথা কেকাভাষী সন্ধ্যাকালে বসে আসি'—
তব প্রিয়বন্ধু, জলধর!
তাহারে নাচায় প্রিয়া চারু করতালি দিয়া;
কঙ্কণ-বলয় ধরে তান!
নাচে শিখী ধীরে ধীরে সেই রত্নযষ্টিশিরে,
মহানন্দে মত্ত তা'র প্রাণ!

(১৯)

হে মেঘ! হে প্রিয়সখা! থাকে যেন হৃদে লেখা
চিহ্নগুলি, বলিনু যেমতি।
যাইলে সে অলকায় দেখিয়া কবাটগায়
শঙ্খ পদ্মনিধির মূরতি,
আমার বিয়োগে হীন শোভাশূন্য নিশিদিন,
নিশ্চয় চিনিবে গৃহ মোর।
হারা'লে তপনকরে কমল কি শোভা ধরে
সহিয়া বিরহব্যথা ঘোর?

(২০)

আমার সে হীনাবাসে সত্বর গমন আশে,
করভ-আকার ধরি, ঘন!

সাবধানে ধীরে ধীরে বসিবে সে গিরিশিরে,
সানু যা'র সুন্দরদর্শন!
যথা চারু খদ্যোতিকা, সেই মত ক্ষীণশিখা
বিজলীদৃষ্টিতে, জলধর!
সেই মণি-অদ্রি হ'তে দেখিবে সুচারুমতে
আমার সে ভবন-ভিতর।

(২১)

সেথায় দেখিবে, মরি, চারু পক্কবিম্বাধরী
শ্যামা তন্বী প্রিয়ায় আমার।
চিকণ দশনপাঁতি অধরে ছড়ায় ভাতি,
সূক্ষ্মঅগ্র শোভার আধার!
ক্ষীণমধ্যা মৃগী সম আঁখিদৃষ্টি মনোরম
সচঞ্চল আকুল অধীর!
নাভিপদ্ম সুগভীর! শ্রোণীভারে যুবতীর
গমন নিথর, অতি ধীর!
পীন পয়োধর-ভারে সীমন্তিনী নাহি পারে
সোজাভাবে দাঁড়া'তে কখন!
মোর মনে লয় হেন সে নারী জগতে যেন
বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজন!

(২২)

আমি তা'র দীনহীন সহচর, অনুদিন
নির্ব্বাসিত এবে সহি জ্বালা।
একা, চক্রবাকী যথা, ম্লানমুখে দিন সেথা
যাপিতেছে বিষাদিনী বালা।
হৃদয়ে সহিয়া ব্যথা কহে পরিমিত কথা;
সে যে মোর দ্বিতীয় জীবন!
বিচ্ছেদে মানসে তার হয় বুঝি বারবার
কত যুগ কেটেছে এখন!
বিরহ-বেদনাক্ষীণা দেখিয়া সে দীনহীনা
ললনার ম্লান কলেবর,
মনে হয়, জলধর! যেন শিশিরে কাতর
নলিনীর দেহ-রূপান্তর!

(২৩)

হায় রে! প্রেয়সী মোর ফেলিয়া নয়নলোর
করিয়াছে রাঙ্গা দু'নয়ন!
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে তা'র উষ্ণতায় রক্তাধার
রক্তাধর মলিন বরণ!
আবরিয়া পৃষ্ঠদেশ লম্বিত মলিন কেশ!
মরি! কিবা বিনোদ কুন্তল!

সেই কেশপাশে ঢাকা বদন যায় না দেখা!
দু'টী করে সে মুখকমল
আছে ঢাকি' হৃদিরাণী! দেখিয়া সে মূর্ত্তিখানি
মনে তব হইবে তখন,
মেঘে ঢাকা মনোহর যেন পূর্ণশশধর
হীনজ্যোতি হয়েছে এমন!

)

হয়ত দেখিবে, ঘন! প্রিয়া দেব-আরাধন
করিতেছে বসি' একমনে!
অথবা বিরহক্ষীণ এই মোর তনু দীন
ভেবে ভেবে আনিয়া স্মরণে,
আঁকে মোর প্রাণেশ্বরী মনের মতন করি'
প্রতিমূর্ত্তি বুঝি বা আমার!
পিঞ্জরে মধুরভাষী সারিকার কাছে আসি'
অথবা দেখিবে বারবার
শুধাইছে,—"চাহ' দেখি, লো রসিকে! প্রিয়পাখি!
প্রাণেশের আদরের ধন!
তাঁরে কি আছে লো মনে?" এইভাবে প্রিয়তমে
আছে সেথা, করিবে দর্শন।

(২৫)

হীনবাসে কলেবর ঢাকি' কিম্বা, জলধর!
নিরখিবে প্রিয়া ম্রিয়মান
ক্রোড়দেশে স্থাপি' বীণা উৎসুকা গাহিতে দীনা
মোর নামে বিরচিত গান!
হায় রে! বীণার তার ভিজায় নয়নধার,
মুছি তাহা বাঁধে পুনরায়!
আবার চঞ্চল প্রাণ! মনে নাহি আসে গান!
ভাঙ্গা তান বাধে যে গলায়!

(২৬)

অথবা, হে নবঘন! দেখিবে, বনিতা মম
দেহলীতে স্থাপি' ফুলদলে
গণিতেছে অনিবার শাপ-অন্ত হ'বে আর
কতদিনে, বসিয়া ভূতলে!
অথবা, সঙ্কল্পবশে আপন হৃদয়দেশে
মোরে বালা করিয়া স্মরণ
কল্পনায় বারবার করে মুদি' আঁখি-তার
আমার মিলন-আস্বাদন!
পতি যদি থাকে দূরে, বিরহ-জ্বলনে পুড়ে
বিষাদিনী বিরহিণীগণ

এ উপায়ে নিজ চিত করে সদা বিনোদিত ;
এইরূপে তোষে নিজ মন !

(২৭)

দিবসে সে পতিব্রতা গৃহকাজে থাকে রতা ;
বিরহ দেয় না তত ক্লেশ !
নিশীথে দারুণ দুঃখ বিদরে তাহার বুক ;
কি ভীষণ যাতনা অশেষ !
তখন হৃদয়স্থল জুড়া'তে কি আছে বল ?
কিসে হয় চিত্তবিনোদন ?
সেইহেতু একবার উন্মুক্ত গবাক্ষ-দ্বার
দিয়া কক্ষ করিবে দর্শন।
বার্ত্তা মোর মনোরম দিয়া, ওহে নবঘন !
নিশীথেও সদা জাগরিত
ভূতলে শয়না মরি ! সেই সাধ্বী প্রাণেশ্বরী—
ক'রো তুমি তা'রে হরষিত !

(২৮)

কৃশাঙ্গিনী প্রেয়সীরে নিরখিবে, পাশ ফিরে
কিম্বা শু'য়ে বিরহ-শয্যায় !
প্রাচীমূলে অবস্থিত কলামাত্রে পরিণত
বিমলিন হিমাংশুর প্রায় !

থাকিয়া সম্ভোগরত একটী মুহূর্ত্ত মত
কাটায়েছে নিশি যেইজন,
মুছিয়া নয়নলোর দীরঘ রজনীভোর
সেই কিনা জাগিছে এখন ?

(২৯)

উজল আকাশ হ'তে মুক্ত বাতায়ন-পথে
অমৃতশীতল মনোহর
হিমাংশুর হিমকর যবে ঘরের ভিতর
আসে ভাসি', ওগো জলধর !
পূর্ব্বপ্রীতি স্মরি' মনে ভুলে যদি দু'নয়নে
সেইদিকে দেখে, সুনয়নে,
তখনি হৃদয়রাণী বিষাদে বদনখানি
অন্যদিকে ফিরায় যাতনে !
অশ্রু ঝরে ঝর ঝর, ক্লেশে হ'য়ে সকাতর,
আঁখি দু'টী মুদিছে তখনি।
মেঘাচ্ছন্ন দিনে যথা না মুদিতা না স্ফুটিতা
বিষাদিনী স্থল-কমলিনী।

(৩০)

তৈল বিনা করি' স্নান হইয়াছে রুক্ষ ম্লান
প্রমদার সেই কেশদাম ;

পড়িছে কপোলোপরি; নিশ্বাস ফেলিয়া, মরি!
সরাইছে তাহা অবিরাম!
আ মরি! সে উষ্ণশ্বাস হরিয়াছে রক্তাভাস
কিশলয় সমান অধরে!
হয়ত স্মরিয়া মোরে প্রেয়সী স্বপ্নের ঘোরে
আমার মিলন আশা ক'রে
শুইয়া সে শয্যা'পরি নিদ্রারে ডাকিছে, মরি,
সফলিতে কাল্পনিক আশ;
তখনি নয়ননীর ঝরি' করে রমণীর
বিফল সে নিদ্রার প্রয়াস!

(৩১)

প্রথম বিরহদিন প্রেয়সী যতনহীন
খোঁপা হ'তে খুলেছিল মালা!
বিনা ফুলে একবেণী, বেঁধেছিল বিরহিনী;
(এখন' তেমতি বাঁধে বালা!)
শাপশেষ হ'বে যবে হরষ অন্তরে তবে
খুলে দিব আমি সেই কেশ!
সে কেশ মলিন অতি; হাত দিতে গুণবতী
নিরন্তর পায় বড় ক্লেশ!
সুন্দর কপোলদেশ আবৃত করেছে কেশ;
অচ্ছিন্নলখরে প্রিয়তমা

কপোল হইতে তা'র সরাইছে বারবার
সেই কেশ! হায় কি যাতনা!

(৩২)

সে অবলা দীন ক্ষীণ, আ মরি, ভূষণহীন!
অঙ্গ-ভার ঘোর যাতনায়
সহিতে না পারি আর স্থাপিতেছে অনিবার
বিরহিনী বিরহ-শয্যায়!
সে দেহ দেখিলে, মরি, আকাশ হইতে ঝরি'
বৃষ্টিবিন্দু-আকারে সুন্দর
পড়িবে হে অবিরল তোমার নয়নজল!
দুঃখে হবে ব্যথিত অন্তর!
যা'দের কোমল মন, তা'রা যদি দরশন
করে কভু পরের বেদনা,
আপনি কাতর হয়; দয়া ও মমতাময়
বক্ষে পায় অনন্ত যাতনা!

(৩৩)

জানি প্রিয়া স্নেহডোরে কিরূপ বেঁধেছে মোরে;
সে আমায় কত ভালবাসে!
সেই হেতু মনে করি' আছে মোর প্রাণেশ্বরী
প্রথম বিরহে হেন বেশে!

সে নারী দয়িতবতী, আমার সৌভাগ্য অতি,
সে কারণ গর্ব্ব-বাচালতা
বলিতেছি মিথ্যা কথা, ভাবিও না তাহা, ভ্রাতা!
সত্য কিনা দেখো গিয়ে তথা।

(৩৪)

বিক্ষিপ্ত কুন্তল তা'র মুখখানি শোভাধার
ঝুলিয়া করেছে আবরণ;
হয়েছে নিরুদ্ধ তাহে চঞ্চল নয়ান, যাহে
হয় কিবা অপাঙ্গস্ফুরণ!
অঞ্জন বিহনে, হায়! আঁখি দু'টী হীনাভায়
জ্বলিতেছে বিলাসকাতর!
করি' মদ্য পরিহার ভুলেছে নয়ন তা'র
ভ্রূভঙ্গি-বিলাস মনোহর!
মীন যবে জলে, মরি, সাঁতারে, মৃণালোপরি
নীলপদ্ম কাঁপে সেই মত;
মৃগাক্ষীর আঁখিপাতা স্পন্দিত হইবে তথা
তোমা' প্রতি হইলে স্থাপিত।

(৩৫)

স্পন্দিত হইবে চারু তা'র সেই বাম ঊরু,
সরস সুন্দর বর্ণ যা'র

